দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...

পৃষ্ঠা - ৫ কলাম ৩ ......

NOV. 29 2002

চিঠিপত্র

সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সরকারের বিমাতাসুলভ ও বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান চাই

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর থেকে সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সরকারের বিমাতাসুলভ ও বৈষম্যমূলক আচরণের সূত্রপাত হয়। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত শাহ আজিজুর রহমান যে শিক্ষানীতি চালু করেছিলেন, তাতে পালি ও সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থার কোন স্থান নেই। এজন্য দেশে সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ সঙ্কুচিত ও অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। ওই শিক্ষানীতিতে মাদ্রাসা ধর্মীয় শিক্ষানীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাকরি কাঠামোরও ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাতে ধর্মীয় বিষয়সহ ইংরেজি, বাংলা, অংক ও বিজ্ঞান ইত্যাদি সাধারণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। পক্ষান্তরে, পালি ও সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। আগে পালি ও সংস্কৃত টোলগুলোর আদ্য, মধ্য ও কাব্যতীর্থ পাস ছাত্রছাত্রীদের মাদ্রাসার দাখিল, ফাজিল ও কামেল উপাধিধারী সমমর্যাদা ও সমবেতন পেয়ে থাকেন। তদুপরি, একজন কাব্যতীর্থ উপাধিধারীকে চাকরি পেতে হলে এসএসসি পাস করতে হয়। তদুপরি, পালিও সংস্কৃত টোল থেকে পাস করা ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে চাকরির কোন সুযোগ-সুবিধা নেই বললেই চলে। একজন মুসলিম শিক্ষক নিজের ধর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, ইসলাম ধর্ম শিক্ষাদানের জন্য একজন মাদ্রাসা পালি ধর্মীয় শিক্ষক অবশ্যম্ভাবী হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ে হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষাদানের জন্য কোন ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় না। মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতিতে ধর্ম শিক্ষাদানের জন্য কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দান অনুল্লেখ্য। ফলে পালি ও সংস্কৃতি শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ অবলুপ্তির দিকে এগুচ্ছে। আরও দুঃখের বিষয়, পালি ও সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য শিক্ষানীতিতে কোন ব্যবস্থা নেই।

নতুন শিক্ষানীতিতে পালি ও সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সদাশয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সুকুমার ভট্টাচার্য
গ্রাম : কেউটিয়া
থানা : রাউজান জেলা : চট্টগ্রাম।